দৈনিক সংবাদ

চিঠিপত্র

AUG 1988
4 কলাম 5

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

'বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিফট'

দৈনিক সংবাদ ২১শে জুলাই সংখ্যার চিঠিপত্র বিভাগে 'বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিফট' শিরোনামে মো: মিজানুর রহমানের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে এ চিঠি। পত্রলেখক মিজান সাহেবের চিঠির সারমর্ম হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা দ্বিগুণ বাড়ালে বা নাইট শিফট চালু করলে ছাত্রদের সমস্যা কমবে না বরং বাড়বে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সেশন জ্যাম'—তিন বছরের কোর্স ৬।৭ বছরেও শেষ করা যায় না। আমার বক্তব্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করলে বা নাইট শিফট চালু করলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে সন্দেহ নেই; কিন্তু এ ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সেশন জ্যামের সম্পর্ক কি? সেশন-জ্যাম হচ্ছে যখন-তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করাতে। এর কারণ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বায়ত্তশাসন নেই, সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শিক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বিকশিত করে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ, মনুষ্যত্ব ও সৃজনশীলতার প্রসার ঘটায় এবং সামাজিক, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং বেকারত্ব বা সেশন জ্যামের দোহাই দিয়ে শিক্ষাকে সংকুচিত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার সার্বজনীন অধিকার হরণ করে, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের মধ্যে মানুষকে ডুবিয়ে দিয়ে সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃত করার যে চক্রান্ত চলছে—সেই চক্রান্তকে রোধ করার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে 'নাইট শিফট' চালুর দাবী একটি মাইলস্টোন। হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষা থেকে যে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের অধিকারের আশু সমাধানের মাধ্যম হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নাইট শিফট চালু করা।

উৎপল দে চৌধুরী,
১ম বর্ষ, লোক প্রশাসন বিভাগ,
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

॥ ২ ॥

হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার থেকে ফিরে যাচ্ছে—এটা বর্তমানের অনেকগুলি জাতীয় সমস্যার একটি। সে বিষয়ে কারো কোন মতভেদ আছে বলে শুনিনি। সেই সমস্যা সমাধানের পন্থা হিসেবে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে 'ডবল-শিফট' চালু করার দাবী জানিয়েছে এবং সে দাবীর সমর্থনে তারা একদিন ধর্মঘটও করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তাদের এ দাবী কার্যকর করা হবে বলে কথা দিয়েছেন এবং এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করে সুপারিশমালা প্রণয়নের কথা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে গত ৩০শে আষাঢ় ১৩৯৩ সংবাদ-এ 'গাছ পাথর' ডবল শিফট চালুর সমর্থনে কতগুলি বক্তব্য উত্থাপিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য—ছাত্ররা অতীতে সব সময় ভাল কাজ করেছেন কাজেই ভবিষ্যতেও তাঁরা সবসময় ভাল কাজ করবেন—এরূপ একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে তিনি বলতে চান, ছাত্রদের বর্তমানের 'ডবল শিফট' চালুর দাবী একটি ভাল দাবী। তাঁর এ তত্ত্ব আমার কাছে ঐতিহাসিক বিকাশতত্ত্ব বিরোধী মনে হয়েছে এবং দুই, 'ডবল শিফট' চালুর বিপক্ষে যেসব যুক্তি উঠবে, তিনি সেগুলি খণ্ডন করেছেন। যেমন, 'ডবল-শিফট' চালু হলে (ক) শিক্ষার মান নামতে বাধ্য, বিরোধীদের এ বক্তব্য তিনি স্বীকার করেছেন এবং তার সমাধানে শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব রেখেছেন। (খ) বিরোধীরা সেশন-জ্যামের কথা তুলবেন, এটাও তিনি স্বীকার করেছেন। এবং মূল কারণ হিসেবে যথার্থই তিনি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি যখন তখন বন্ধ করে দেয়াকে চিহ্নিত করেছেন। শিক্ষকরা সময়মত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেন না এটাও অবশ্য একটি কারণ। কিন্তু ছাত্র সংখ্যার সঙ্গে সেশন-সূটোর সম্পর্কটি দেখতে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। বিজ্ঞান অনুষদের প্রায় সকল বিভাগেই ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য প্রতিটি ক্লাসের ছাত্রদের একাধিক গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। ফলে একই ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য দ্বিগুণ-তিনগুণ সময় লাগছে। কিছুটা সময় সংস্থান করতে গিয়ে এক্সপেরিমেন্টের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়েছে। ফলে ছাত্রদের শিক্ষার মান অবনত হচ্ছে। অন্যদিকে কলা ও বাণিজ্য অনুষদের কোন কোন বিভাগে দু'টি সেকশন চালু হয়েছে। এতে শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর যে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, সে কথা ছেড়ে দিলেও এ কথা তো সত্য, এতে জটিলতা ও সমস্যা বাড়ছে। তার উপর যখন-তখন অনির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা এ সমস্যাকে আরো ঘনীভূত করেছে। তাই চট্টগ্রামের মিজানুর রহমানের অনুরোধ সিট বাড়াবেন না, দুই শিফট চালু করবেন না।' (সংবাদ ৪ঠা শ্রাবণ ১৩৯৩)। (গ) 'ডবল' শিফট চালু হলে স্থান সংকুলানের প্রশ্ন উঠবে এ সমস্যাও গাছ পাথর স্বীকার করেছেন। কিছু নতুন দালান-কোঠা তুলে এর সমাধান হতে পারে বলেছেন।

এ তিনটি সমস্যা প্রতিষ্ঠানগত যা অত্যন্ত জরুরী। এ ছাড়াও তিনি জাতীয় ক্ষেত্রে আরো কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন এক, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধিও তার পরিণতি। দুই প্রাথমিক শিক্ষাথাত থেকে অর্থ কেটে উচ্চ শিক্ষায় নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এসব বিষয়ে আমি সাধারণভাবে তাঁর সঙ্গে একমত। তাই এনিয়ে আমি আলোচনায় যেতে চাই না। 'ডবল শিফট' চালু করতে গেলে, নতুন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং কিছু দালান-কোঠা তৈরি করতে হবে, একথা বলেছেন গাছপাথর। তাহলে আমার প্রশ্ন, সমস্যা জর্জরিত বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলেই তো হয়। মনে রাখতে হবে, রাজশাহী সরকারী কলেজে ক্লাস শুরু দিয়েই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর পর একটি মাত্র অনুষদ ভবন ও ছাত্রদের থাকার জন্য কিছু টিনশেড তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান ক্যাম্পাসে চলে আসে। তেমনি রংপুর কারমাইকেল কলেজ, বরিশালের বি, এম কলেজ, খুলনার বি, এল কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ক্লাস শুরু করে একুনি চারটি বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা যায় এবং আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে একটি করে অনুষদ ভবন ও একটি করে ছাত্রাবাস তৈরী করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজস্ব ক্যাম্পাসে চলে যেতে পারে। বর্তমানে উচ্চশিক্ষার রুদ্ধদ্বার উন্মোচনের এটাই প্রকৃত সমাধান। 'ডবল-শিফট' চালু করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বর্তমান সমস্যাগুলোকে ডবল করার কোন যুক্তি নেই। ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাওয়া ছাত্র-ছাত্রীরা 'ডবল শিফট' চালু বা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপ-উভয় ব্যবস্থাকেই স্বাগত জানাবে। কিন্তু যারা ভর্তি হয়ে অধ্যয়নরত তারা নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকে স্বাগত জানাবে—ডবল শিফটকে নয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক সমস্যা চরম আকার ধারণ করেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ৪৬ শতাংশ ছাত্র হলে জায়গা পায়। ভর্তি হবার দুই বা তিন বছরের মধ্যে কোন ছাত্র হলে সিট পায় না। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, চলতি পাঁচসালা পরিকল্পনায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন কোন ছাত্রাবাস তৈরীর অর্থ বরাদ্দ নেই।

শহিদুল ইসলাম,
ফলিত রসায়ন বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।